

১২ দফা দাবি

দেড় মাসব্যাপী কর্মসূচি প্রাথমিক শিক্ষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদক >

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের বেতন ফেল প্রাধান শিক্কদের এক ধাপ নিচে নির্ধারণ, নিয়োগবিধি সংশোধনসহ ১২ দফা দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। এনব দাবিতে গতকাল সোমবার রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দেড় মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

কর্মসূচিগুলো হচ্ছে আগামী ১৬ জুন থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত স্থানীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়, ২৫ জুলাই থেকে ২৭ জুলাইয়ের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ও জনমত গঠন, ২৮ জুলাই থেকে ১ আগস্টের মধ্যে ডিসি অফিসের সামনে অবস্থান ও ডিসির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান, ২ আগস্ট থেকে ৬ আগস্টের মধ্যে বিভাগীয় সমাবেশ। এরপর দাবি মেনে না নেওয়া হলে ৭ আগস্ট ঢাকায় প্রতিনিধি সমাবেশের মাধ্যমে পরবর্তী বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন উইয়া।

সংবাদ সম্মেলনে আনোয়ার হোসেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী প্রধান শিক্ষকদের বেতন ফেল দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করলে সহকারী শিক্ষকদের প্রত্যাশা ছিল, তাঁদের এর চেয়ে এক ধাপ নিচে বেতন ফেল নির্ধারণ করা হবে। কিন্তু সহকারী শিক্ষকদের বেতন ফেল প্রাধান শিক্কদের চেয়ে তিন ধাপ নিচে নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই এই বৈষম্য দূর করে সহকারী শিক্ষকদের বেতন ফেল এক ধাপ নিচে নির্ধারণ করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) মাধ্যমে সহকারী শিক্ষকদের নিয়োগ এবং শতভাগ পদোন্নতির বিধি প্রণয়ন করে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদ পর্যন্ত শতভাগ পদোন্নতি নিশ্চিত করার দাবিও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে।

অন্য দাবিগুলোর মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষকের পাঠদানের বিষয় কমানো, অন্য সরকারি কর্মচারীদের মতো সপ্তাহে দুই দিন সাপ্তাহিক ছুটি ও পিটিআই এবং সরকারি হাই স্কুলের মতো বছরে ৮৫ দিন ছুটির ব্যবস্থা করা, দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করা অন্যতম।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি মো. জাহিদুর রহমান বিশ্বাস, সহসভাপতি আবুল বাশার খান, আব্দুল মান্নান, যুগ্ম সম্পাদক নাজমুল হক লিটন, দলের সম্পাদক মো. আজাদুর রহমান প্রমুখ।